সংবাদ

তারিখ ... 22 এপ্রিল 2008 ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪ .....

অধ্যক্ষের দুর্নীতি : ব্যাহত হচ্ছে
মডেল কলেজের শিক্ষা কা

রতন বালো

বিশেষ মহলের রোষানলে পড়েছে রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজ। আদালতের নির্দেশ ও নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের খামখেয়ালিপনা ও স্বেচ্ছাচারিতায় ধ্বংসের মুখে পড়েছে নগরীর সেরা বিদ্যালয়টি। এতে প্রশাসনিক সঙ্কটের পাশাপাশি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, বিনষ্ট হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ।

এ ঘটনায় শিক্ষক-অভিভাবকরা ক্রমেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন। এ অবস্থায় কোন অভিভাবক এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাতে চাচ্ছেন না। এতে কমে যাচ্ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ তালিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অনিয়ম অভিযোগে ২০০২ সালের ১ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর থেকে তদন্ত করা হয়। তদন্তে একাধিক আর্থিক অনিয়ম ধরা পড়ে। আর্থিক অনিয়মের জন্য ২০০২ সালের ৩ আগস্ট গভর্নিং বডির এক জরুরি সভায় অধ্যক্ষকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

২০০২ সালের ২১ আগস্ট অপর এক গভর্নিং বডির সভায় সাময়িক বরখাস্তকৃত অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ২০০২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩ দিন শুনানি গ্রহন করে। শুনানি শেষে বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদনে ১৮টি অভিযোগের মধ্যে ১৫টি অভিযোগ প্রমাণিত হয় আর একটি অভিযোগ আংশিক প্রমাণিত হয় এবং দুটি অভিযোগ অপ্রমাণিত থাকে। ওই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বেসরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ইন্টারমিডিয়েট কলেজের শিক্ষকদের চাকরি শর্তাবলি ১৯৭৯-এর বিধি-১১(৬) মোতাবেক অধ্যক্ষকে চূড়ান্তভাবে অপসারণ করে। পরবর্তী সময়ে আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি ও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। ২০০৬ সালের ২ জুলাই আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির সভায় সঠিক প্রমাণিত হওয়ায় মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ গভর্নিং বড়ির সিদ্ধান্ত অনুমোদন দেয়া হয়।

সূত্র জানায়, এএএম তালিবুর রহমান এর কিছুদিন পর আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনার জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু বোর্ডের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির সিদ্ধান্তের পর তার আবেদন বিবেচনা করার সুযোগ নেই এই মর্মে ২০০৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর শিক্ষা বোর্ড থেকে স্কুল বোর্ডকে জানিয়ে দেয়া হয়। এরপর তালিবুর রহমান বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-৮৩০০০/২০০৬)। কোর্ট ৩ মাসের স্থগিতাদেশ দেয়। পরবর্তী সময়ে মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজ স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে (আপিল মামলা নং-১২২৪) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্থাগিতাদেশ... পর্যন্তও কোন শুনানি হয়নি... হওয়া পর্যন্ত বোর্ডের সি... থাকবে।

সুপ্রিম কোর্টে মামলা থাকার... শিক্ষা বোর্ডের বর্তমান চেয়ার... সালের ২ জুলাইয়ের ... আরবিট্রেশন কমিটির সিদ্ধান্ত ... প্রায় ১ বছর পর গত ৬ এ... সিদ্ধান্ত এই প্রতিষ্ঠানে অবহিত... এ ব্যাপারে মতিঝিল মডেল ... কলেজের বহিস্কৃত অধ্যক্ষ এ... রহমান বলেন, ২০০২ সা... অনিয়মের অভিযোগে আমা... করা হয়। সিনিয়র হি... সুলতানাকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ... দেয়া হয়। মূল কথা হলো, ... দিতে চাচ্ছে না। জিনাত সু... আমার কোন বিরোধ নেই। ... আমাকে আমার জায়গায় ... সুলতানাকে তার জায়গায় ... হোক।

তালিবুর রহমান আরও ... শোকজ না করে আমাকে ... স্কুল বোর্ড কর্তৃপক্ষ। আমার ... অনিয়মের অভিযোগ এনে ... করানো হয় এবং অর্থ ... অভিযোগে মতিঝিল থানায় ... মামলা করা হয়। শিক্ষা বো... অল্প সময়ের মধ্যে একটা ... দিতে পারত। কোন অদৃশ্য ... চিঠি চালাচালি করে আমার ... ৬টি বছর কেড়ে নিয়েছে। শি... ধরনের চিঠি চালাচালির ... প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশও ... ৬ বছর ধরে তাকে কোন বে... হয়নি বলে তিনি অভিযোগ ... বোর্ডের এ ধরনের কার্যক্র... প্রকাশ করে বলেন, আ... সম্মেলন করে শিক্ষা বোর্ডের ... করবেন।

মতিঝিল মডেল হাইস্কুল ... বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ... বলেন, বিষয়টি যেহেতু ম... ডিভিশনে বিচারধীন আছে, ... বর্তমান চেয়ারম্যান এ ধরনে...

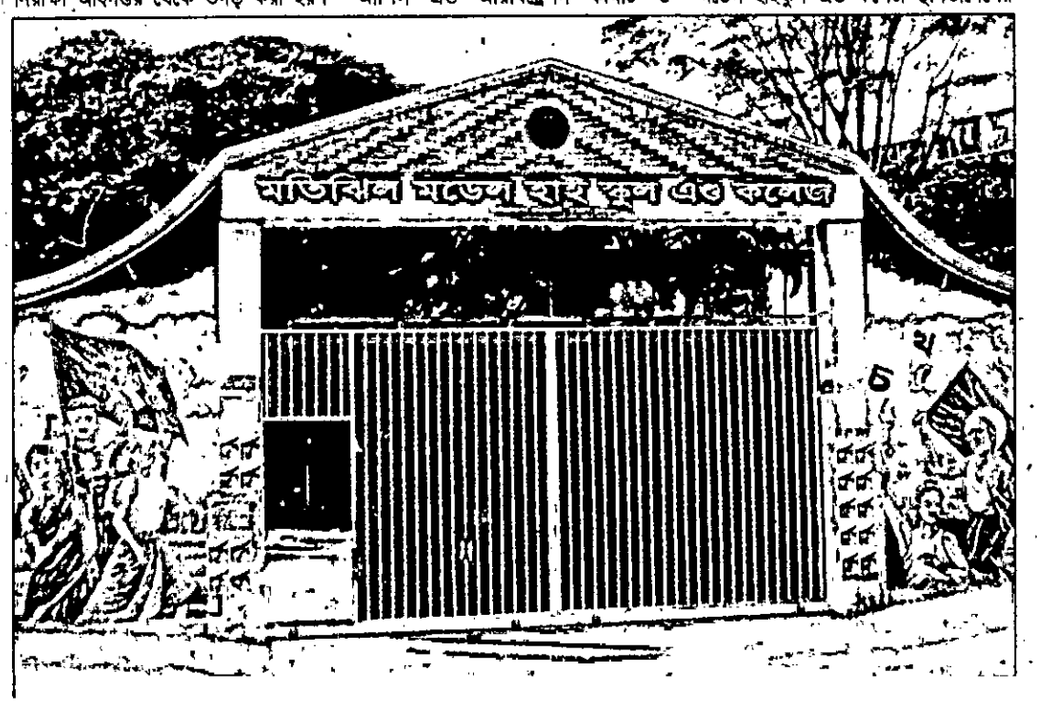

... থেকে মুক্তি
মাদারীপুরের ২...

প্রতিনিধি, বরগুনা

সাংবাদিকদের লেখনী ও স্থানী... সংকল্পের আইনি সহায়তায় মাদ... শিশু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বরগু... থেকে মুক্তি পেয়েছে। একটি চু... মাদারীপুর জেলার বাউদি গ্রা... আলী খানের ছেলে এনামুল খ... জামাল খানের ছেলে রাজন খান ... অপরে বরগুনা কারাগারে বন্দি ছিল... দুই শিশুকে নিয়ে ইউনিসেফের ... ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টারের অ... বরগুনার শিশু প্রকাশের শিশু সা... প্রথম সর্বপ্রথম রিপোর্ট করে। প... বিভিন্ন পত্রিকায় তাদের মানবি... নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করা ... কারাগারের জেলার এসএম মহিউ... জানান, ১৮ এপ্রিল দুই শিশ... এসেছিল। তাদের ১২ থেকে ... বন্দি সঙ্গে রাখা হয়েছিল। তি... সংশোধন কেন্দ্রে পাঠানোর ... আইনি জটিলতার কারণে ব্যর্থ হ... মুক্তির পর বরগুনা প্রেসক্লাবে ... ক্ষেপে তারা জানায়, কারাভ্যন্তরে ... ইট-বালি টানানো হয়েছে। বড়... কাপড় ধুতে হয়েছে। পা টিপতে ... বানাতে হয়েছে। রাজন খানের ... প্রধান জানান, পত্রিকার মাধ্যমে ত... বরগুনা কারাগারে অবস্থানের ... পেরেছেন। তাছাড়া সংকল্পের ... তাদের খবর জানানো হয়। ... সংকল্পের শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রে ... বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজী... বরিশাল বিভাগীয় প্রধান এডভো... বেগম আমতলীর জুডিশিয়াল ... আদালতে শিশুদের জামিনের আ... তাদের মুক্তি দেয়া হয়। শুক্র... মাদারীপুরে আত্মীয়স্বজনের কাছে...

যশোর বিএডি...
হচ্ছে কো...

যশোর অফিস

টানা তিনবার টেন্ডারের পর ... বিএডিসির কোটি টাকার মেশি... দেয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর না হওয়া... যাচ্ছে ওইসব মেশিনারিজ। টেন্ড... পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে ... সৃষ্টি হয়েছে।

এই সুযোগে বিএডিসির একদ... কর্মচারী এসব মূল্যবান যন্ত্রাংশ ... বাজারে বিক্রি করছে বলে ... উঠেছে।